আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

২



আনাড়ি হল বাজিয়ে



'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো



আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

২

আনাড়ি হল বাজিয়ে

অনুবাদক অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন



'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো



সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ছোট শিশুদের জন্য

H $\frac{4803010102—235}{031(01)—84}$ 318—84



আনাড়ি কোন কাজে হাত দিলে কাজটা যেভাবে করা উচিত সেভাবে করতে পারত না। তার সবই হত উলটো পালটা। পড়তে সে জানলে কী হবে, পড়তে পারে কেবল বানান করে করে, আর লিখতে পারে কেবলই ছাপার অক্ষরে। অনেকে বলে আনাড়ির মাথায় নাকি কিছুই নেই। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। তাই যদি হবে তাহলে সে চিন্তাভাবনা করত কী করে? অবশ্য চিন্তাভাবনা যে সে খুব একটা ভালো করতে পারত তা নয়, কিন্তু জুতো মাথায় না পরে পায়ে যে পরত — এর জন্যও ত চিন্তাভাবনা করতে হয়!

আনাড়ি মোটেই যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ ছিল না। কোন একটা কিছু শেখার তার বড় শখ, কিন্তু পরিশ্রম করতে সে ভালোবাসত না। তার ইচ্ছে বিনা পরিশ্রমে, চট করে কোন কিছু শিখে ফেলা, আর এতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান টুকুনেরও যে কিছু হবার নয় তা ত বুঝতেই পারছ।





খোকন-খুকুরা গানবাজনা খুব ভালোবাসত। আর সুরতান ছিল চমৎকার বাজিয়ে। তার ছিল নানা ধরনের বাজনার যন্ত্র, সে প্রায়ই সেগুলো বাজাত। সকলেই তার বাজনা শুনত আর খুব তারিফ করত। সুরতানকে তারিফ করা হচ্ছে দেখে আনাড়ির ভারী হিংসে। সে কাকুতি-মিনতি করে সুরতানকে বলতে লাগল:

'আমাকে বাজনা শেখা না। আমিও বাজিয়ে হতে চাই।'

'শেখ না,' সুরতান রাজী হয়ে বলল। 'কোন্ যন্ত্র বাজাতে চাস বল?'

'কোন্‌টা সবচেয়ে সোজা?'

'বালালাইকা।'

'আচ্ছা, দে দেখি এখানে বালালাইকাটা। আমি চেষ্টা করে দেখি।'







সুরতান তাকে বালালাইকা দিল। আনাড়ি তারের পিড়িং-পিড়িং আওয়াজ তুলল। তারপর বলল:

'না, বালালাইকা বড় আস্তে বাজে। অন্য একটা কোন যন্ত্র দে, যেটার বেশি আওয়াজ।'

সুরতান তাকে বেহালা দিল। আনাড়ি বেহালার তারের ওপর ছড় টেনে বলল:

'এর চেয়ে জোর আওয়াজ হয় এমন কিছু নেই?'

'আছে, বিউগল আছে,' জবাব দিল সুরতান।







'দে দেখি এদিকে, চেষ্টা করে দেখি।'

সুরতান বিশাল পেতলের বিউগলটা তার হাতে তুলে দিল। আনাড়ি তাতে ফুঁ দিতেই বিউগল যা গর্জনটা করে উঠল!

'হ্যাঁ এটা ভালো যন্ত্র!' খুশি হয়ে বলল আনাড়ি। 'জোরে বাজে!'

সুরতান তাতে সায় দিয়ে বলল, 'তা তোর যদি ভালোই লাগে ত বিউগল বাজানো শেখ না।'





আনাড়ি জবাব দিল, 'শেখার কি আছে আমার? আমি অমনিতেই জানি।'

'না না, তুই এখনও জানিস নে।'

'জানি, আলবত জানি! শোন্‌ই না!' চেঁচিয়ে এই কথা বলে আনাড়ি প্রাণপণে বিউগলে ফুঁ দেওয়ার উদ্যোগ করল।

'বু-বু-বু! হু-হু-হু!'

'তুই কেবল ফোঁয়াচ্ছিস, একে বাজানো বলে না,' সুরতান জবাব দিল।

'বাজাচ্ছি না মানে?' আনাড়ি মনে মনে দুঃখ পেল। 'দিব্যি ভালো বাজাচ্ছি! জোরে বাজাচ্ছি!'

'কী যে বলিস! জোরে বাজালেই বুঝি হল? দেখতে হবে বাজানোটা সুন্দর হচ্ছে কিনা।'

'আমার ত বেশ সুন্দরই হচ্ছে।'

'মোটেই সুন্দর নয়,' সুরতান বলল। 'তোর দেখি বাজানোর ব্যাপারে কোন তালজ্ঞান নেই।'

'তোরই তালজ্ঞান নেই!' আনাড়ি রেগে গিয়ে বলল। 'আসলে তোর হিংসে হচ্ছে, তাই অমন কথা বলছিস। তুই চাস সবাই যেন কেবল তোর বাজনাই শোনে, কেবল তোরই প্রশংসা করে।'

'মোটেই না,' সুরতান বলল। 'যদি মনে করিস শেখার কোন দরকার নেই, বাজা না যত খুশি বিউগল নিয়ে। দেখা যাক, লোকে কেমন তোর প্রশংসা করে।'

'বাজাবই ত!' আনাড়ি জবাব দিল।

আনাড়ি বিউগলে ফুঁ দিতে গেল, কিন্তু বাজাতে সে জানত না বলে তার ফুঁয়ে বিউগল গাঁ-গাঁ, ঘর্ঘর, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, কোঁ-কোঁ — এই রকম সব বিদঘুটে আওয়াজ বার করতে লাগল। শুনতে শুনতে সুরতানের শেষকালে বিরক্তি ধরে গেল। সে তার মখমলী কোর্তাটা গায়ে চাপাল, টাইয়ের বদলে ফুল করে বাঁধা গোলাপী ফিতেটা গলায় জড়িয়ে সাজগোজ করে সে চলে গেল অন্য একজনের





বাড়িতে।

সন্ধ্যাবেলায় খোকনরা সবাই যখন বাড়িতে এসে জুটেছে সেই সময় আনাড়ি ফের বিউগল নিয়ে ফুঁ দিতে শুরু করল।

'বু-বু-বু-উ! পোঁ-পোঁ-পোঁ-ও!'

'এসব কিসের হৈচৈ?' সবাই চেঁচামেচি শুরু করল।

আনাড়ি জবাব দিল:

'হৈচৈ নয়। আমি বাজনা বাজাচ্ছি।'

'থামা বলছি, এক্ষুনি থামা! তোর বাজনার চোটে কান ঝালাপালা হয়ে গেল!' চিৎকার করে বলল চৌকস।

'কান ঝালাপালা হওয়ার কারণ এই যে আমার বাজনায় তোর ঠিক অভ্যেস নেই। অভ্যেস হলেই কান আর ঝালাপালা করবে না।'

'অভ্যেস হয়ে কাজ নেই। আমার বয়েই গেছে!'

কিন্তু আনাড়ি তার কথায় কান না দিয়ে বাজিয়েই চলল।

'বু-বু-বু! ঘর্-র-র! খর্-র-র! ভেউ! ভেউ!'

'থামলি! তোর ঐ বিতিকিচ্ছিরি বিউগল নিয়ে এখান থেকে ভাগ বলছি!' এবারে খোকনরা সকলে মিলে ঝাঁঝিয়ে উঠল তার ওপর।





'কোথায় যাব শুনি?'

'মাঠে যা, সেখানে গিয়ে বাজা গে।'

'কিন্তু মাঠে ত শোনার কেউ নেই।'

'কেউ যাতে শোনে এটা কি তোর খুবই দরকার?'

'খুব দরকার।'

'তাহলে রাস্তায় যা, ওখানে পাড়াপড়শীরা শুনুক তোর বাজনা।'

আনাড়ি রাস্তায় চলে গেল। রাস্তায় গিয়ে পড়শীদের বাড়ির সামনে সে বাজাতে শুরু করল, কিন্তু পড়শীরা তাকে অনুনয় করে বলল সে যেন তাদের জানলার সামনে আওয়াজ না করে। তখন সে চলে গেল আরেকটা বাড়ির দিকে — সেখান থেকেও লোকে তাকে তাড়িয়ে দিল। আরও একটা বাড়ির দিকে যেতে সেখানেও লোকে তাকে তাড়ানোর উদ্যোগ করতে সে ইচ্ছে করে তাদের বিরক্ত করার জন্য সমানে বাজিয়ে চলল। পাড়াপড়শীরা ক্ষেপে গিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে তার পেছন পেছন তাড়া করল। অনেক কষ্টে সে তার বিউগল নিয়ে



তাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচল।

এর পর থেকে আনাড়ি আর বিউগল বাজায় না।

সে বলে:

'আমার বাজনার মর্ম কেউ বোঝে না। আমার বাজনা বোঝার মতো পর্যায়ে এখনও ওরা ওঠে নি। যখন সে পর্যায়ে উঠবে তখন নিজেরাই এসে সাধাসাধি করবে, তবে দেরি হয়ে যাবে। আমি আর বাজাবই না।'



Н. Носов
КАК НЕЗНАЙКА БЫЛ МУЗЫКАНТОМ
На языке бенгали
Nikolai Nosov
DUNNO TAKES MUSIC LESSONS
In Bengali







আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।